স্বামী বিবেকানন্দের জীবন পঞ্জি

১৮৬৩	জন্ম ১২ জানুয়ারি (১২৬৯ সালের ২৯ পৌ, সোমবার) সকাল ৬টা ৩৩ মিনিটে। বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর তিনি ষষ্ঠ সন্তান, তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম। মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৮৮১	জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় অধ্যাপক ইউলিয়াম হেস্টির কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সমাধির কথা শোনেন। নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁর আমন্ত্রণে ডিসেম্বর মাসে প্রথমবার দক্ষিণেশ্বর গমন।
১৮৮৪	২৫ ফেব্রুয়ারি, পিতার মৃত্যু। আর্থিক সঙ্কট ও আত্মীয় - স্বজনের নিষ্ঠুরতা। শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্বাস, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে ন। অ্যাটর্নী অফিসে কাজ করে ও বই অনুবাদ করে সংসার যাত্রা নির্বাহ। পরে কিছুদিন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের চাঁপাতলা শাখায় শিক্ষকতা।
১৮৮৫	শ্রীরামকৃষ্ণের কান্সার। চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রথমে তাঁকে শ্যামপুকুরেও পরে কাশীপুরে আনা হয়।
১৮৮৬	১৬ আগস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়ান। ১৯ অক্টোবর, প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ 'বরানগর মঠ' -এর প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৭	জানুয়ারি, সন্ন্যাসগ্রহণ।
১৮৮৭-৯৩	বিভিন্ন দফায় ভারত-পরিক্রমা
১৮৯৩	৩১ মে, পেনিনসুলার জাহাজে আমেরিকা যাত্রা। ২৫ জুলাই, কানাডার ভ্যাঙ্কুভরে পৌঁছান। ৩০ জুলাই, চিকাগোয় আগস্টে বোস্টন যাত্রা।
১৮৯৩	৯ সেপ্টেম্বর, বোস্টন থেকে আবার চিকাগোয়। ১১ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভায় প্রথম বক্তৃতা। ২৭ সেপ্টেম্বর, শেষ বক্তৃতা।
১৮৯৩-৯৬	আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার। লন্ডনে মিস মার্গারেট নোবেলের (ভগিনী নিবেদিতা) সঙ্গে প্রথম দেখা।
১৮৯৬	১৬ ডিসেম্বর, ভারতে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ। প্রথমে রোম, পরে কলম্বোয় অবস্থান।
১৮৯৭	২৬ জানুয়ারি, ভারতে প্রত্যাবর্তন (পাম্বান-এ) ভারত জুড়ে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। ৬-১৪ ফেব্রুয়ারি, মাদ্রাজে (চেন্নাইয়ে)। গোটা মাদ্রাজ উত্তাল। ১৯ ফেব্রুয়ারি, কলকাতায়। ৮ মার্চ, স্বাস্থোদ্ধারের জন্য দার্জিলিং-এ গমন। ১ মে, কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। ওই দিন শ্রীমা সারদাদেবীকে 'সঙ্ঘজননী' রূপে স্বামীজির ঘোষণা।
১৮৯৮	২৯ জানুয়ারি, মার্গারেট নোবেলের বিদেশ থেকে কলকাতায় আগমন। ২৫ মার্চ, নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা ও 'নিবেদিতা' নাম প্রদান। ১১ মে, নিবেদিতা, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, মিস ম্যাকলাউড, ওলি বুল, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ প্রমুখ সহ আলমোড়া, নৈনিতাল, কাশ্মীর ও অমরনাথ যাত্রা। ১৮ অক্টোবর, কলকাতায় ফেলা।
১৮৯৯	২০ জুন, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা। ৩০ জুলাই, লন্ডনে। ২৮ আগস্ট নিউইয়র্কে। প্রায় এক বছর আমেরিকায় বাস। তারপর প্যারিস, ভিয়েনা, এথেন্স হয়ে কায়রো থেকে ভারত - যাত্রা ১৯০০-র ২৬ নভেম্বর।
১৯০০	৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে পৌঁছনো। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যু সংবাদপ্রাপ্তি।
১৯০১	৩ জানুয়ারি, মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে মায়াবতী গমন। ২৪ জানুয়ারি, বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন। ১৮ মার্চ, সন্ন্যাসীশিষ্য সহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম যাত্রা। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বক্তৃতা। ৫ এপ্রিল, কামাখ্যা দর্শন। গৌহাটিতে তিনটি বক্তৃতা। শারীরিক অবস্থার অবনতি। শিলং-এর স্যার হেনরি কটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বক্তৃতা। ১২ মে, বেলুড় মঠে উপস্থিতি, স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি। ৭ আগস্ট, দার্জিলিং যাত্রা। শেষ সপ্তাহে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। স্বাস্থের কারণে জাপান যাওয়ার আমন্ত্রণ ত্যাগ।
১৯০২	২৭ জানুয়ারি, ম্যাকলাউড ও ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গমন। এক সপ্তাহ অবস্থানের পর ফেব্রুয়ারি মাসে শেষবারের মতো বারাণসী গমন। সেকানে শরীরের ক্রমাবনতি। ৮ মার্চ, বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন। ১৬ মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসব। অসুস্থতার জন্য স্বামীজি সারাদিন ঘর থেকে বের হতে পারেন নি। ১৯ জুন, ভুবনেশ্বরী দেবীকে দেখতে কলকাতা গমন। ২৯ জুন, নিবেদিতার মঠে আগমন। ২ জুলাই, একাদশী তিথি। নিবেদিতার মঠে আগমন। তাঁকে স্বামীজির স্বহস্তে আহার্য এবং আহারান্তে হাত ধোয়ার জন্য জল দান।
১৯০২	৪ জুলাই, ৯টা ১০ মিনিটে মহাপ্রয়াণ।